

আন-নামাল | An-Naml | النَّمْل

আয়াতঃ ২৭ : ৯৩

আরবি মূল আয়াত:

وَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيِّرِكُمْ أَيْتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا ؟ وَ مَا رَيْكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

A | ✎ অনুবাদসমূহ:

আর বল, ‘সকল প্রশংসা আল্লাহর; অচিরেই তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনসমূহ দেখাবেন, তখন তোমরা তা চিনতে পারবে আর তোমরা যা আমল কর সে ব্যাপারে তোমাদের রব বেখবর নন।’ — আল-বায়ান

আর বল, যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহরই। তিনি শীঘ্রই তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনগুলো দেখাবেন আর তা তোমরা চিনতে পারবে। তোমরা যা কর সে সম্পর্কে তোমার পালনকর্তা অমন্যোগী নন। — তাইসিরুল

আর বলঃ প্রশংসা আল্লাহরই, তিনি তোমাদেরকে সত্ত্বর দেখাবেন তাঁর নিদর্শন, তখন তোমরা তা বুঝতে পারবে। তোমরা যা কর সে সম্পর্কে তোমাদের রাবু গাফিল নন। — মুজিবুর রহমান

And say, "[All] praise is [due] to Allah. He will show you His signs, and you will recognize them. And your Lord is not unaware of what you do." — Sahih International

৯৩. আর বলুন, সকল প্রশংসা আল্লাহরই(১) তিনি তোমাদেরকে সত্ত্বর দেখাবেন তার নিদর্শন; তখন তোমরা তা চিনতে পারবে।(২) আর তোমরা যা করা সে সম্পর্কে আপনার রব গাফিল নন।(৩)

(১) অর্থাৎ এজন্যই আল্লাহর প্রশংসা যে, তিনি কারও বিপক্ষে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত না করে শাস্তি দেন না।
অনুরূপভাবে কাউকে ওয়ার পেশ করার সুযোগ শেষ করা পর্যন্ত আয়াব নায়িল করেন না। আর সে জন্যই তিনি তাঁর আয়াতসমূহ নায়িল করবেন। যাতে কেউ তাঁর বিরুদ্ধে বলতে না পারে যে, আমাদের কাছে আয়াত আসলে তো আমরা ঈমান আনতাম। [দেখুন: ইবন কাসীর]

(২) যেমন অন্য আয়াতে বলেছেন, অচিরেই আমরা তাদেরকে আমাদের নিদর্শনাবলী দেখাব, বিশ্ব জগতের প্রান্তসমূহে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে; যাতে তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, অবশ্যই এটা (কুরআন) সত্য।”
[সূরা ফুসসিলাত: ৫৩]

(৩) বরং তিনি সবকিছুর উপর সাক্ষী। [ইবন কাসীর] তাঁর কাছে কোন কিছু অজ্ঞাত নয়।

(৯৩) বল, ‘সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই,[1] তিনি তোমাদেরকে তাঁর নির্দেশন দেখাবেন; তখন তোমরা তা চিনতে পারবে।[2] আর তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক অনবহিত নন।’ [3]

[1] যেহেতু তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত কাউকেই আয়ার দেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না হজ্জত কায়েম করেন।

[2] তিনি অন্যত্র বলেছেন، {سَنُرِبِهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ} অর্থাৎ, আমি ওদের জন্য আমার নির্দেশনাবলী বিশ্বজগতে ব্যক্ত করব এবং ওদের নিজেদের মধ্যেও; ফলে ওদের নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এ (কুরআন) সত্য। (সূরা ফুসসিলাত ৫৩ আয়াত) যদি জীবিতকালে উক্ত নির্দেশনাবলী দেখেও তারা ঈমান আনয়ন না করে, তাহলে মৃত্যুর সময় অবশ্যই ওই সমস্ত নির্দেশন দেখে সত্য চিনে নেবে। কিন্তু সে সময়ের ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়।

[3] বরং তিনি প্রতিটি জিনিসকেই প্রত্যক্ষ করছেন। এতে রয়েছে কাফেরদের জন্য কঠিন ভীতি প্রদর্শন ও বিরাট সতর্কীকরণ।

তাফসীরে আহসানুল বাযান

Source — <https://www.hadithbd.com/quran/link/?id=3252>

₹ হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন